

FOUR ELEPHANTS IN A P&G CAR

Ferdinando Frega - Nando the Scribe



P&G-এর এক গাড়িতে চার হাতি

gillettenarrative প্রকাশের পর সবে এক বছর হয়েছে।

তখনই ফোনটা বাজল।

নম্বরটা সন্দেহের কোনো জায়গা রাখেনি। কোড প্লাস এক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাড়ি থেকে কেউ আমার খবর জানতে চাইছে।

“হ্যালো। সুপ্রভাত। মিস্টার ফ্রেগা?”

“হ্যাঁ, বলুন।”

“আমি আনা। সিনসিনাটির P&G থেকে।”

“কার কাছ থেকে?”

আর আমি উত্তর দিই: দেখুন, আগে আমার ছেলের বিয়ে হতে হবে, তারপর ছেলেপুলে হতে হবে, তারপর আমি আমার পাইকারি খদ্দেরের কাছে অর্ডারটা দেব। আশা করছি Pampers girl অর্ডার করব — তাতে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে মেয়েই জন্মাবে। আমি সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনি না — আমার সে সামর্থ্য নেই। ডিসপ্লে রাখার মতো তাকের জায়গাও নেই।

তিনি হাসতে শুরু করেন। বুঝতে পারি, আমার মতো কাউকে তিনি আশা করেননি।

তারপর চটপট জানান, তিনি সিইও-র সেক্রেটারি। ছোট্ট একটা আলাপের জন্য আমি ফাঁকা আছি কি না, আর কীভাবে তিনি তাঁকে আমার লাইনে দিতে পারেন।

কিন্তু উনি তো ভারতীয়। ভারতের মানুষ। যদুুর মনে পড়ে, তিনটে ভাষা বলেন।

“লাইনটা দিন। দেখি উনি কী চান।”

“হ্যালো। সুপ্রভাত, ফ্রেগা। আমি মিস্টার J. বলছি। কেমন আছেন?”

“ভালো, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আর আপনার, সব কেমন চলছে?”

“ভালো, ধন্যবাদ। এদিকেও তা-ই।”

“বলুন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার জন্য কী করতে পারি?”

“তবে এখন আমার কাছে মোটে 70 ডলার আছে। ধার লাগলে — ওই অফিসের মধ্যেই থাকবেন।”

তিনি হাসেন। আর আমাকে আশ্বস্ত করেন। ও রকম কিছুই ঘটবে না। অন্তত আপাতত।

“শুনুন, ফ্রেগা। এক বছরেরও বেশি আগে আপনি একটা সাইট বানিয়েছেন — gillettenarrative — যেখানে আপনি ন্যারেটিভ পণ্য, অডিও আর ট্রেলার বিলিয়ে দেন। আমাকে উৎসর্গ করে যা লিখেছেন, পড়েছি। কিন্তু আমার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, পড়ছি কেবল আমরা তিনজন নই। আরও বেশ কিছু লোক।”

“আমরা এর মধ্যেই একশো কোটি ছাড়িয়ে গেছি। আর এ তো সবে শুরু। আর চলতে চলতে ওয়েবে আমাদের সব Gillette অনুসন্ধান আপনি দখল করে নিয়েছেন। আমরা যদি বাজারে নতুন কোনো পণ্য ছাড়তে চাই, আপনার সাইটের ভেতরে কয়েকটা ব্যানার বসানোর জন্য আপনাকেই বলতে হবে।”

“তা হলে, কী করা যায়, ফ্রেগা?”

“মিস্টার প্রেসিডেন্ট। প্রথম কাজ — চাষিরা যেমন বলত — মেয়ে যাতে জন্মায়, সেটা নিশ্চিত করা। তাতে আরও ক্রেতা নিশ্চিত হয়। আরও মুনাফা। আর লভ্যাংশ।”

“বাকিটা পরে দেখা যাবে। আর ব্যানারের কথা — কোনো সমস্যা নেই। বিনা পয়সায় করে দেব। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে টাকা নিই না।”

“আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমি বাঁচি মা Gillette-এর চরিত্র নিয়ে। সে কখনও হাল ছাড়ে না।”

“ভাবছিলাম,” প্রেসিডেন্ট বলেন, “আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব। আর সেই করা কাগজের ডলারটা নিয়ে আসব। যেটার কথা আপনি এত সদয়ভাবে সারা দুনিয়াকে জানিয়েছেন। আর সেই মর্তাদেবতার স্যান্ডউইচটা খাব, যেটার জন্য আপনি আমার এত লোভ জাগিয়েছেন — অথচ কখনও চেখে দেখিনি।”

“ওটা ঘোড়ার মাংস, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার ধর্মে চললে — চমৎকার। নইলে আমরা ‘nduja দিয়ে সারব। ঝাল কালাব্রীয় লঙ্কাবাটা।”

“এবার। ওই বিমানে ওঠার আগে — আপনার জন্য আমার একটা ভারতীয় ধাঁধা আছে।”

“ধরুন আপনার চারটে হাতি আছে, এক শহর থেকে আরেক শহরে নিয়ে যেতে হবে। আর ওদের একটা ছোট গাড়িতে আঁটাতে হবে — P&G-এর একটা সস্তা মডেল, কারণ আমাদের পয়সা বাঁচাতে হবে। ওদের কোথায় বসাবেন?”

“হুম। ফ্রেগা। দুটো সামনের সিটে। আর দুটো পেছনে।”

“ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।

আপনি ওই বিমানে উঠতে পারেন।”

“আপনাকে স্বাগত জানাতে পারলে খুশি হব।”

ফের্দিনান্দো